দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... 8 ......

40

ঘটনাস্থল ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বন্যার অজুহাতে ৮ লাখ টাকা নিয়ে গেছে ইউনিয়ন নেতারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। ঘটনাস্থল ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, লুট ৮ লাখ ১৬ হাজার টাকা, অজুহাত ঃ বন্যা, চক্রঃ কর্মচারী ইউনিয়ন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনাটি ঘটলেও বিষয়টি থানা পুলিশ হয়নি। বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, ভয়ে মামলা করিনি। তবে শিক্ষা সচিবকে বিষয়টি জানিয়েছি। তবে মন্ত্রণালয়ে কোন তৎপরতা জানা যায়নি। ইউনিয়ন নেতা বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই টাকা নিয়েছি। বোর্ডের ১৩৬ জন কর্মকর্তা–কর্মচারীর মধ্যে টাকা ভাগাভাগি হয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানানঃ বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ জসিমউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলামসহ ১০ জন নেতা গত ৭ই সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে যান। তারা অফিস সহকারীকে বের করে দরজা বন্ধ করে দেন. পরে তারা বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কথা বলে বোর্ডের তহবিল থেকে প্রতি কর্মচারীর জন্য ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দাবি করেন।

বোর্ডের চেয়ারম্যান টাকা দিতে অস্বীকার করলে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা তাকে গালাগাল করেন। চেয়ারম্যান তখন ইউনিয়ন নেতাদেরকে জানান, অন্য কোন শিক্ষা বোর্ডে এ ধরনের অনুদান দেয়ার নিয়ম অজুহাত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

অজুহাত ঃ বন্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকলে তিনিও দেবেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। ইউনিয়নের নেতারা চেয়ার-ম্যানের কোন অনুরোধের তোয়াক্কা না করে তাদের আবেদনপত্রে সই করিয়ে নেন। তারা প্রতি কর্মচারীর নামে ৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর ইউনিয়ন নেতারা ৮ লাখ ১৬ হাজার টাকার চেক সই করিয়ে নিয়ে যান। চেয়ারম্যানের কাছ থেকে।

এ ব্যাপারে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ জসিমউদ্দিনের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাই টাকা নিয়েছি। চেয়ারম্যানকে হুমকি দিয়ে জোর করে টাকা নেয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন।